R.N.N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা বৈশাখ ১৪২১ ১৬ই এপ্রিল, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

এবারে নতুন ভোটাররাই প্রার্থীদের মুখে হাসি-কান্নার রেখা টানবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন ২৪ এপ্রিল। হাতে গোনা আর কয়েকটি দিন। প্রার্থীরা বিভিন্ন এলাকায় মিটিং মিছিল চালু রাখলেও জনসমাগম কোন জায়গায় নজর কাড়ছে না। গত লোকসভা উপনির্বাচনে বা পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম তাদের এক সময়ের দুর্গ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া বা সেকেন্দ্রায় প্রচার চালাতে ব্যর্থ হয়। এমনকি সেখানে প্রার্থীও দিতে পারেনি কংগ্রেসীদের দাপটে। শুধু তাই নয় বর্তমানে কংগ্রেসী লালখানদিয়ারের প্রভাবশালী ইলিয়াস চৌধুরি (ইলু) আগের নির্বাচনে এলাকার সিপিএম সমর্থকদের কংগ্রেসের মিছিলে এলাকা ঘুরিয়ে ছিলেন। এবার কিন্তু ইলুর মধ্যে সে ধরনের উদ্যোম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বোকারো পুলিশের নিষেধাজ্ঞায় গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে ঐ অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে পাশাপাশি সিপিএমের কর্মীরাও নড়েচড়ে বসছে। দলের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুনও টাঙানো চলছে। ১১ এপ্রিল বামফ্রন্ট প্রার্থী মোজাফ্ফর হোসেনের জঙ্গিপুর বরজে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন মাইনুল হাসান। ১৯ এপ্রিল জঙ্গিপুর গাড়ী ঘাটে বক্তব্য রাখবেন সূর্যকান্ত মিশ্র। ১০ এপ্রিল সন্ধ্যেয় জঙ্গিপুর পারের পুরো ওয়ার্ডগুলো হ্যালোজেন জ্বালিয়ে পায়ে হেঁটে এবং ১৫ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ পাড়ে ঘোড়ার গাড়ীতে প্রচার চালান গত উপনির্বাচনে জয়ী জাতীয় কংগ্রেসের অভিজিৎ মুখার্জী। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম জঙ্গিপুর পারের ৫ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে, ১১ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ (শেষ পাতায়)

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বোরো ধানের সর্বনাশ রুখতে চাষীদের দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকার কয়েক হাজার বিঘা জমিতে বোরো ধান ও অন্যান্য সব্জি এবং রবি শস্য উৎপন্ন হয় সাব মার্সেবেল পাম্পের জলে। বিদ্যুৎ দপ্তর এসব জানে বলেই প্রত্যেকটা পাম্পে মিটার চালু করেছে। তার আগে কায়দা করে পাম্প মালিকদের জরিমানার ভয় দেখায়। সাগরদীঘি এলাকায় প্রত্যেকের কাছ থেকে ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে কমপিউটার মিটারও বদলে দেয় বলে খবর। লো ভোল্টেজ এ বছর বোরো ধানের মাঠে জলের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। পাম্প ঠিকভাবে চলে না। তার উপর লোডসেডিং। পুকুরের জল ছিঁচে খরার ধান বেঁচে আছে মাত্র। এই প্রতিকূল অবস্থার জন্য চাষীরা বিদ্যুৎ বিভাগকে বিশেষভাবে দায়ী করছে। এদের সীমাহীন লোড ও পরিকল্পনাহীনভাবে (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে ভোট নিয়ে ভাবনা

বিশেষ প্রতিবেদক : ক্রিকেট আর নির্বাচন অনিশ্চয়তার খেলা। এটা অবশ্যই হেরো দলের সান্ত্বনার কথা। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবার পরিবর্তন হচ্ছে বলে অনেকেই ভাবছেন। এই ভাবনা বা হিসেবের উপাদানগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে এবং একটি উপনির্বাচনে জিতে জঙ্গিপুরের সাংসদ পদটি দখলে রেখেছে জাতীয় কংগ্রেস। এই কেন্দ্র থেকেই প্রণব মুখোপাধ্যায় অনেক ভোটের ব্যবধানে সিটিং এম-পি, সিপিএমের হাসনাতকে হারিয়ে দেন। এই ঘটনায় সিপিএমের (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কাছের মানুষ মনের মানুষ অভিজিত মুখার্জীকে

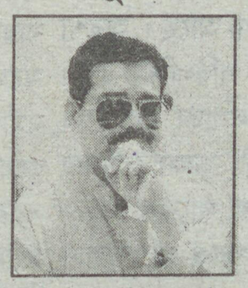

চিহ্নে
ভোট দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত করুন।
সৌজন্যে : সৃষ্টির পক্ষে বিকাশ নন্দ

উপ-নির্বাচনে কে কত ভোট পেয়েছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০১২ জঙ্গিপুর লোকসভা উপ-নির্বাচনে ১৫৩০টি বুথে মোট ভোট পোল হয় ৮,৫৬,৩৯২। কংগ্রেস জয়ী হয় ২৫৩৬ ভোটে। ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে অভিজিত মুখার্জী (কং) (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

॥ স্বাগত ১৪২১ ॥

শুভ নববর্ষ। ১৪২০বঙ্গাব্দ গত হইয়াছে। শুরু হইয়াছে ১৪২১ এর পথপরিক্রমা। কালের প্রবাহে নবযাত্রা বলিয়া কিছু নাই, আছে শুধু 'চরৈবেতি' – আগাইয়া চল।

বিভিন্ন দেশে নূতন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। ইংরাজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী নববর্ষের সূচনা। বাংলা মতে ১লা বৈশাখ। শকাব্দ, হিজরী অব্দ প্রভৃতির নির্দিষ্ট পৃথক সময় রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হিসাবনিকাশ নূতন কারিয়া শুরু হয়। ব্যবসায়ীদের বকেয়া পাওনা এই দিন পাইয়া থাকেন। পুরাতন হিসাব শোধ হইয়া যায় এবং চলতি বৎসরের কাজ আরম্ভ হয়। তাই ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের খরিদ্দারদিগকে এই দিন নিজ নিজ দোকানে আমন্ত্রণ জানান। লেনদেন অন্তে মিষ্টিমুখ করান হয়। পূর্বে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতি বিনিময় হইত। এখনও সেই রেওয়াজ কোথাও কোথাও আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এখন কাগজের বাক্সে আপ্যায়নের বস্তু প্রস্তুত থাকে। খাদ্যবস্তু আর পাতায় পরিবেশন করা হয় না। একই ব্যক্তি ৩/৪ টি স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন ; কিন্তু খাওয়া সম্ভব হয় না। সেই হিসাবে কাগজের বাক্সবন্দী মিষ্টান্নাদি দেওয়া-নেওয়ায় অনেক সুবিধা আছে। অবশ্য ইহাতে কিছুটা যান্ত্রিকভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ীদের এই অনুষ্ঠানকে 'হালখাতা' বলা হয়। শুধু ১লা বৈশাখ নয়, রামনবমী, অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেও অনেকে হালখাতা করিয়া থাকেন। তবে ১লা বৈশাখের প্রীতিসম্মিলন এখনও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চলিতেছে।

পুরাতন বৎসরের পরিক্রমা দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা ঘটনায় চিহ্নিত হইয়া আছে। যাহা কাঙ্খিত ছিল, তাহা মিলে নাই ; যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কাম্য ছিল না। নৈসর্গিক বিপর্যয়, মানুষের তৈয়ারী বিপর্যয় বহুজনকে জেরবার করিয়া দিয়াছে। ভাঙন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়,ভূমিকম্প আদি দৈবিক কষ্টে মানুষ যে কতখানি অসহায়, তাহা বুঝা যায়। আবার বিভিন্ন পথ-দুর্ঘটনা অনেক প্রাণবলির কারণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত-বিপন্ন মানুষ ত্রাণ সাহায্য পাইতে রাজনীতির শিকার অনেক সময় হইয়া পড়েন। ট্রেনে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে, বাড়ীতে দুস্কৃতীদের তাণ্ডব-ডাকাতি-লুঠতরাজ জীবনকে লইয়া গেণ্ডুয়া খেলা করিতেছে। শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইলেও শাসককুল এবং তাহার পার্শ্বচরদের প্রচার-দাপটে অন্য রূপ লইতেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপসর্গ জনজীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিতেছে। ইহার নিরসন একান্ত কাম্য। শুভ নববর্ষের প্রাক্কালে আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সহযোগী পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হউক – এই কামনা করিতেছি। নববর্ষকে স্বাগত জানাইতেছি।

প্রসঙ্গ : সংখ্যালঘু তোষণ

তুলসীচরণ মণ্ডল

বর্তমানে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল দুটি। একটি জাতীয় কংগ্রেস অন্যটা বিজেপি। এই দুইটি দলই পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে আক্রমণ শানাচ্ছে। ভোট তরজা বেশ জমে উঠেছে। বর্তমানে ইউ .পি.এ দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারীতে জর্জরিত। বিপরীতে বিজেপিও সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট। এদের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রবন্ধের শিরোনাম "সংখ্যালঘু" তোষণ কথাটা উঠেছে।

এবার ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু বলতে কাদের বোঝায় দেখা যাক। ভারতে মুচি-মেথর-হাঁড়ি-ডোম-নমশূদ্র-চাঁই-চাষা-ধোবা ইত্যাদি সবই হিন্দু। তবে নিম্ন বর্ণের এবং তফশীলি জাতিভুক্ত। অন্যদিকে সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোড়া ইত্যাদি সম্প্রদায় আদিবাসী। এদের তফশীলি উপজাতি বলা হয়। এদের আচার ক্রিয়া পূজাপাঠ কিছুটা হিন্দুদের মতই। তবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। আদিবাসীদের নিজের মধ্যেই কিছু মানুষ পুজোপাঠ –আদ্যশ্রাদ্ধ–বিয়েও দেয়। গলায় পৈতা রাখে।

এবার বলছি সংখ্যালঘু সম্পর্কে। এদরেও সংবিধানে একটা তালিকা আছে। সেই তালিকায় বৌদ্ধ-খৃষ্টান-শিখ-জৈন-ইসাই-পারসিসহ সমগ্র মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসাবে গণ্য করা হয়। ভোট প্রচারে বিজেপি বলছে কংগ্রেস নাকি সংখ্যালঘু তোষণ করছে। সংখ্যালঘু তোষণ কথাটার মানে কি ? এদের জন্য কি আলাদাভাবে শিক্ষায় ও চাকুরীতে সংরক্ষণ অর্থাৎ পৃথক কোটা আছে কি ? তবে সম্প্রতি সাচার কমিটির রিপোর্টের পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটু নড়েচড়ে বসেছে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য কিছু কিছু সংরক্ষণ লাগু হচ্ছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে হাজার বারশো বছর আগে- এদেশের ব্রাহ্মণদের এবং সেই সঙ্গে তৎকালিন রাজশক্তির অত্যাচারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা দলে দলে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যান। তাছাড়া পাঠান-মোগল-নবাবদের আমলে সরকারের অনুগ্রহ পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও মুসলমান হয়ে যান। তাছাড়া বিধর্মী মুসলমান শাসনকালে হিন্দুদের উপরে বহু অত্যাচার সংগঠিত হয়েছিল। যার ফলে বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এখনো হিন্দু মুসলমানের উপাধি যথা দফাদার–সরকার-বিশ্বাস-মণ্ডল-তফাদার-বৈদ্য-চৌধুরী-সর্দার ইত্যাদি সে কথায় বলে।

জঙ্গিপুর ধনপতনগরের উত্তরে নদীর ধারে শ্রীধরপুর-বিশ্বনাথপুর। সকলেই পদ্মা ভাঙনের মানুষ। এবং প্রায় সকলেই সংখ্যালঘু মুসলমান। অবশ্য এদের মাঝে ১৫/২০ ঘর হিন্দু চাঁই সম্প্রদায় বাস করেন। এখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানরা বেশীর ভাগ Below the proverty line. অর্থাৎ দারিদ্র সীমার নীচে। এরা শহরে খাসির মাংস যোগান দেয়। কেউ ছাতা সারাই। বাক্সের রং করে। তালার চাবি বানায়। শিক্ষা দীক্ষা খুব কম। পাঁচ হাজারের মধ্যে কোন সরকারী কর্মী নেই। আর সংস্কৃতি বলতে মদ্যপান-জুয়াখেলা–তাসখেলা আর দলাদলি। ফলশ্রুতিতে বোমা বানানো এবং বোমা ফাটানো। অবশ্যই কংগ্রেস আই এবং সিপিএমের ভোট ব্যাঙ্ক। এই পরিবেশকে-সমাজকে বিজেপি কিভাবে পরিবর্তন করবে – যদি এরা পরিবর্তন না চায় ? নিজের ভিতর হতে পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব না এলে জোর করে পরিবর্তন হয় না। কোনদিন হবে না।

নববর্ষ

শীলভদ্র সান্যাল

ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে এতই অভ্যস্ত আমরা যে 'দাদা আজ বাংলা কত তারিখ ?' এ কথা জিজ্ঞেস করলে শতকরা নব্বই জন বাঙালিই ঢোঁক গিলবেন। একমাত্র পুরুতগিরিতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরাই নিত্য বাংলা তারিখটির খোঁজ খবর রাখেন। কারণ তাঁদের পেশাটাই এই রকম যে পঞ্জিকা না হ'লে চলে না। ইংরেজীতে অবশ্য কোনও পঞ্জিকা এ যাবৎ চোখে পড়েনি। তাদের বারো মাসে তের পার্বণের কোনও বালাই নেই, পাত্রী আছে, কিন্তু পুরোহিত নেই ; জন্মদিনে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়, কিন্তু আট মাস পরে নবজাতকের 'মুখে ভাত' হয় না, গর্ভবতী এয়োতির সাধভক্ষণের কোনও রেওয়াজ তাদের সমাজে আছে কিনা জানিনা। ওদের দেশে বিয়ে হল, রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ, তারপরে নববিবাহিত দম্পতি চার্চে গিয়ে পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে পবিত্র বাইবেল থেকে 'সারমন্' পাঠ করেন, তারপর খৃষ্টান কিছু রিচুয়ালের পরে, হোটেলে বা রেস্তোরায় গিয়ে পার্টি দেওয়া হয়, মিউজিকের তালে তালে বলডান্স হয়। আমাদের মত, অগ্নিসাক্ষী ক'রে 'যদিদং হৃদয়ং তব' ইত্যাদি মন্ত্রোচারণ ক'রে জোড় বন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ প্রথা ওদেশে নেই। ওদের বারো মাসে একটাই পার্বণ, তা হল পঁচিশে ডিসেম্বরের বড়দিন, ক্রিসমাসডে। ফিক্সড্ ডেট। তিথিনক্ষত্রের গতিবিধির ওপর নির্ভর ক'রে, দিনবদলের কোনও আশঙ্কা নেই। এর একটা সুবিধা হল, বিভ্রান্তির শিকার হ'তে হয় না, পঞ্জিকার দ্বারস্থ হ'তে হয় না। যিশু খৃষ্টের জন্মদিনে কোন্ নক্ষত্র কোন্ অবস্থানে ছিল ও সব জটিল সংখ্যাতত্ত্বে গিয়ে লাভ কী ? ডেটটা মনে রাখ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঁচিশে বৈশাখ – জন্ম তারিখটিকে ফিক্সড্ ক'রে গিয়ে বাঙালিকে কত বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিয়ে গেছেন! তিথি-নক্ষত্র হিসেব ক'রে পঞ্জিকা দেখার কোনও দরকার নেই। অবশ্য তাঁর জন্ম তারিখটি এখন পঞ্জিকাতেও ঢুকে গেছে। বাঙালির অন্যতম পার্বণ : রবীন্দ্র জন্মোৎসব। দাদাঠাকুরের জন্মদিন (এবং মৃত্যুদিন) যেমন তেরই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। এটা অবশ্য অনেকেই মনে রাখেন না। নিজের জন্মদিনই মনে রাখেন না ! ইংরেজি জন্ম তারিখটি কিন্তু মুখস্ত থাকে। বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক এ্যাডমিট কার্ডে ইংরেজি তারিখটাই লেখা থাকে যে! এইভাবে আমরা ইংরেজি দিনপঞ্জীর সঙ্গে এমনই অভ্যস্ত যে, বাংলা তারিখ তো দূরের কথা, বাংলা সাল মনে করতেও দু'বার ভাবি। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও ইংরেজিয়ানা যে বিদায় নেয়নি, এটা তার সবচেয়ে (শেষ পাতায়)

বাংলার ও বাঙালীর প্রিয় উৎসব

নববর্ষ

এই দিনটিকে স্মরণ রেখে পুরবাসীদের
সুস্থ দেহ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

মোজাহারুল ইসলাম
পুরপতি
জঙ্গিপুর পৌরসভা

নতুন ভোটাররাই ..... (১ পাতার পর)

সদরঘাটে নির্বাচনী সভা করেন। সেখানে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা তুলে ধরতে বাইরে থেকে কয়েকজন বক্তা আনা হয়। ১১ এপ্রিল বিজেপি প্রার্থী সম্রাট ঘোষকে নিয়ে এক বিশাল মিছিল রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর প্রদক্ষিণ করে। জঙ্গিপুর নির্বাচন ক্ষেত্রের মানুষ ঐ মিছিলে যোগ দেয়। জঙ্গিপুরের মহম্মদপুরে তৃণমূলের ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়। মহঃ ফুরকান সরজমিন তদন্ত করে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। সচেতন ভোটারদের কারো কারো মতে বামফ্রন্ট প্রার্থী জিতলেও কিছু করতে পারবেন না। দিল্লীতে তাদের কোন ভূমিকা নেই। অন্যদিকে খবর, অধীর চৌধুরী এবং প্রণব মুখার্জী অভিজিতকে জেতানোর জন্য সব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রুলিং পার্টির সুবাদে তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম কতটা সুবিধা করতে পারবেন এখানে সেটাও দেখার বিষয়। কেননা এখানে তাদের সংগঠন নিতান্ত দুর্বল। বিজেপি প্রার্থী সম্রাট ঘোষের জয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও ভোটের মার্জিন গত নির্বাচনের থেকে অনেকটাই বাড়বে। হিন্দু এলাকায় বহু কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট সমর্থিত পরিবারেরও ভোট বিজেপিতে যাবে। সেখানে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের ১২ নম্বর ওয়ার্ডও বাদ যাবে না বলে খবর। গত উপনির্বাচনে কংগ্রেসের অভিজিত মুখার্জী জিতে ছিলেন মাত্র ২৫৩৬ ভোটে। এবার ১৮ থেকে ২৫ বছরের নতুন ভোটার ১ লক্ষ ৩৯ হাজার। তাদের ভোটের উপর নির্ভর করছে প্রার্থীদের আশা-আকাঙ্খা।

বোরো ধানের..... (১ পাতার পর)

হাজার হাজার সাব মার্সেবেল বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। যাদের না আছে কোন জুলজিক্যাল রিপোর্ট, না আছে পাম্পের ঘর। একশ্রেণীর বিদ্যুৎ কর্মচারী ও তাদের ঠিকাদাররা প্রচুর টাকার বিনিময়ে এই দুর্নীতি করে চলেছে ২০১১ সাল থেকে। ২০০৫-এ জুলজিক্যাল দপ্তর মুর্শিদাবাদকে 'গ্রে এরিয়া' অর্থাৎ জলস্তর বিপদ সীমার নিচে চলে যাওয়ায় নতুন করে পাম্পের অনুমোদন না দেবার নোটিশ দেয়। রাজনীতির ফায়দা তুলতে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ কর্তাদের চাপে নাকি বিদ্যুৎ দপ্তর সাব মার্সেবেলের সংযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে শতকরা ৯৮টি টিউবওয়েল খারাপ – সে খবর মন্ত্রী সুব্রত সাহা স্বীকার করেছেন নানা সভায়। সাগরদীঘির বোরো চাষীরা ১০ এপ্রিল বিক্ষোভ দেখিয়ে নবগ্রামের সংযোগ বাতিল করে সগারদীঘির বিদ্যুৎ দপ্তরকে দুর্নীতি বন্ধে সতর্ক করে দেয়। অফিসের আসবাবপত্রও ভাঙচুর করে বলে খবর।

নববর্ষ..... (২ পাতার পর)

বড় রকমের প্রমাণ। সমাজের ওপরতলার ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে বলে 'মাম্মি, ড্যাডি', দিদিমণিকে বলে 'আন্টি'। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েদের একটু অন্য চোখে দেখা হয়। হ্যালো, গুডমর্ণিং, গুডলাক, সী ইউ, এক্সকিউজ মি, প্রমিস, এক্সট্রীম্‌লি সরি, ও-কে, ননসেন্স প্রভৃতি বাচনভঙ্গিতে আজ আমরা রীতিমত সড়গড় হয়ে উঠেছি। রাজভাষা বলে কথা ! এর মধ্যে একটা বেশ 'হেভি' ব্যাপার থাকে। ম্যাসকুলিন ল্যাংওয়েজ না ? কুলীন তো বটে! বাংলার মতো 'ললিত লবঙ্গলতা' সুলভ ভাষায় কি এ সব 'এটিকেট' প্রকাশ করা যায় ? বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের এই প্রখর ইংরেজিয়ানার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় বাংলা নববর্ষের পয়লা বৈশাখ। তার মানে দোকানে দোকানে নতুন হালখাতা, সিঁদুর চর্চিত নতুন গণেশের মূর্তি পাতা, দোকানের প্রবেশদ্বারে আম পাতায় সজ্জিত সমারোহ, দু'পাশে মঙ্গলঘট, দোকান মালিকের ভক্তি বিগলিত সহাস্য মুখ এবং তারই ফাঁকে নতুন খাতায় জমার ঘরে সময়োচিত অঙ্কপাত, পরিশেষে অতিথি আপ্যায়ন! তবে এখানেও ক্রমশঃ আধুনিকতার ছোঁয়া এসে লাগছে। সেই সাবেকি কায়দার মণ্ডা, মিঠাই, লাড্ডুর পরিবর্তে এখন হাতে হাতে শোভা পাচ্ছে পেপসী, কোকাকোলার স-পাইপ ঠাণ্ডা বোতল, আইসক্রীম, পেষ্ট্রি, প্যাটিস্! আগেকার দিনে বলা হত, 'ভায়া, একটু তামাক ইচ্ছে হোক!' এখন দামী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেওয়া হয়। আগে গণেশ মূর্তির পাদদেশে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত, এখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপা কাঁপা আলো ছড়িয়ে বিজলিবাতি জ্বলে, এমন কি বিদ্যুৎবাহী নকল-ধুপকাঠি পর্যন্ত বাজারে এসে গেছে! সৌরভ নেই, ভনিতা আছে। একটা দোকানে কম্পিটারচালিত গণেশ মূর্তি দেখলাম। আলোর সমন্বয়ে তৈরী হচ্ছে, আবার দপ্ করে নিভে যাচ্ছে ; গণপতি অবশ্য এ-সব দেখে কী বলতেন জানিনা! নিশ্চয় খুশিই হতেন! বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির এই নবীকরণ তো খারাপ কিছু নয়। ঠিক যেমন আমরা ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের বুড়ি ছুঁয়ে আবার ইংরেজী ক্যালেন্ডারের নামাবলীটা গায়ে জড়িয়ে নিই সম্বৎসরের জন্য।

উপনির্বাচন ..... (১ পাতার পর)

৩,৩২,৯১৯ মোজাফ্‌ফর হোসেন (সিপিএম) ৩,৩০,৩৮৩ ; সুধাংশু বিশ্বাস (বিজেপি) ৮৫,৮৬৭ ; নির্দল ডাঃ রইসুদ্দিন ৪১,৬২০, তায়েদুল ইসলাম ২৪,৬৯১ ; সত্তরাজ সিং ১৭৮৮ ; স্বপনকুমার মণ্ডল ২৯৩৫ ; অপূর্ব সরকার ২৩৮৬ ; বীরেন্দ্রনাথ দাস ৬৮২৪ ; ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ১২,৭০১ ; মোজাফ্‌ফর হোসেন ১১,২৭৮। ২৬টি বুথে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ভোট বয়কট করা হয়।

ভোট ভাবনা ..... (১ পাতার পর)

সাধারণ কর্মী ক্যাডারেরা হতাশ হন এবং অনেক পরে তাঁরা জানতে পারেন যে দিল্লির গোপালন ভবন থেকে বোঝাপরা করে প্রণববাবুকে জেতানো হয়েছিল। তারপর প্রণববাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেন। এর ফলে জনমানসে একটি উন্নয়নের প্রত্যাশা জেগে ওঠে। পরের নির্বাচনে সিপিএমের প্রার্থী নির্বাচনে ভুল না থাকলে, সেবারেই মুজাফ্‌ফরকে প্রার্থী করলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারত নিশ্চয়। কিন্তু তা হয় নি। প্রণববাবুই জিতে গেলেন, ভোটের ব্যবধানও বেড়ে গেল। পরে সেই প্রণববাবু ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ফলে উপনির্বাচন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এই উপনির্বাচনে প্রণব তনয় অল্প ভোটের ব্যবধানে জিতে যান। মুজাফ্‌ফর হোসেন হেরে যান। এখানেও কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বে আদান প্রদানের খেলা চলেছিল। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরে প্রার্থী কংগ্রেসের সেই অভিজিৎ বাবুই। এবারে একটি অ্যান্টি এনকামব্যান্সি হাওয়া কাজ করছে। প্রতিশ্রুতি আর প্রত্যাশার মধ্যে বড়ো ফারাক থেকে গেছে। তাই এখানে কংগ্রেস অনিশ্চিত। বেশি করে অনিশ্চিত কেন্দ্রে কংগ্রেসের ব্যর্থতা আর বিজেপির মোদী হাওয়া। মনে হচ্ছে জঙ্গিপুরে বিজেপি কংগ্রেসের বেশ কিছু ভোট কাটবে। সেটা বোঝা যাচ্ছে এখানের ভোটার সংখ্যায় মুসলিম সংখ্যাগরীষ্ঠতার কারণে। সিপিএম এখন আর ক্যাডারভিত্তিক দল নয়। ঘুরে দাঁড়ানোর আশা সেই মুসলিম ভোট। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবার যিনি তিনি হজ কমিটির প্রধান। নিজের কমিউনিটির উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে। কাজেই কংগ্রেস ও সিপিএম দুই দলেরই মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাবে তৃণমূল – সঙ্গে আছে তাদের উন্নয়নের শ্লোগান। সাগরদিঘি বিধানসভা তৃণমূলের দখলে এবং সেখানকার বিধায়ক রাজ্যে একজন মন্ত্রী। তাই এবার তৃণমূল একটি বড় ফ্যাক্টার এই লোকসভা কেন্দ্রে। পক্ষান্তরে এবার থাকছে 'না-ভোট' দেবার অধিকার। বহু গণতন্ত্র প্রিয় ভোটার এই ভোট সর্বস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আর পরিচিত নেতাদের কার্যকলাপের উপর বিরক্ত হয়ে রয়েছেন। তাই প্রথমবারে নোটা বোতাম টিপে রাজনৈতিক ধান্ধাবাজীর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ রেকর্ড করার সুযোগ হাত ছাড়া করবেন না। সব মিলিয়ে এখন দেখার ১৬ মে কার মুখে হাসি ফোটে।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।